সত্যই সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ ।

১।	রাজাকার আরবী শব্দ, যার অর্থ ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ । কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত । জামাত-ই-ইসলামী তাদের বিবেচনায় ন্যায়ের জন্য বিগত ১৯৭১ সালে সাধারণ বাঙ্গালীর বিপক্ষে দাড়িয়ে ছিল, যা তারা আজও অব্যাহত রেখেছে । তদকালীন ৭ কোটি বাঙ্গালী তাদের অধিকার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান নামধারী পশুশক্তি জামাত ও পাকিস্তানী সৈনিকদের বিরুদ্ধে প্রানপন যুদ্ধ করে জয়যুক্ত হয়েছিল । তাই বাঙ্গালীদের কাছে রাজাকার একটি ঘৃনিত শব্দ । রাজাকার জামাতকে সাধারণ বাঙ্গালীরা ঘৃণা করে থাকে । এই ঘৃণার বহির্প্রকাশ ঘটেছে Say no to Jamat, Sign online petition নামের প্রচার অভিযানে । আলোচ্য পিটিশনটি বিভিন্ন ওয়েব সাইটে পোস্ট হয়েছে, কিন্তু জামাতী ওয়েব প্রভাইডারের গ্রাহক ওয়েব সাইট সাতরং পিটিশনটি পোস্ট করতে গিয়ে নব্য রাজাকার শাদাবুল মুজিবের রোষানলে পতিত হয়ে টার্মিনেশন নোটিশ প্রাপ্তি হয় । শাদাবুল মুজিবের নামের আগে ‘রাজাকার‘ বিশেষণটি যুক্ত করায় ইসলাম ও মুসলমান বিদ্বেষ প্রচারকারীরা, যারা নিজেদেরকে মুক্তচিন্তার অধিকারী বলে দাবী করেণ এবং সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রের সমর্থকরা চীৎকার করে বলবেন সেতারা হাশেম শাদাবুল মুজিবের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন । চোরকে যেমন চুরি করার গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়া হয় না, তেমনি পশুরূপী রাজাকারদেরকেও কোন গণতন্ত্র দেয়া যাবে না । কুত্তার গুণাগুণ বিদ্যমান জন্তুকে কুত্তা বলা হয়, তেমনি সাধারণ মানুষের বিপক্ষে কাজ করার গুণাগুণের অধিকারী মানুষদেরকে রাজাকার বলা যুক্তাযুক্ত ।

২।	মেয়র অফিসের করিডোরে ঘোরাঘুরি বা এইচ ওয়ান ভিসা নবায়ণ অথবা গ্রীন কার্ড প্রাপ্তির আশায় কেউ কেউ মার্কিনীদের মধ্যে ইস্যু ভিত্তিক রাজনীতির সন্ধান পান । আবার কোন কোন রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী বা এদেশে আসতে ইচ্ছুকেরাই মার্কিন পুলিশি নীতির কীর্তন গেয়ে চলছেন । এই ধরণের লোকেরাই আবার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বেশী । বিপরীতে আমাদের মতো রাজনৈতিক সচেতন সাধারণ মার্কিন নাগরিকেরা মার্কিন রাজনীতিতে খুঁজে পায় করপোরেট পুঁজির স্বার্থ । বিরাট অংকের অর্থ ছাড়া মার্কিন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া যায় না । মার্কিন গণতন্ত্র হলো অর্থ নির্ভর । কোন করপোরেট গ্রুপ সাধারণ মানুষকে অপেক্ষাকৃত ভাবে কম শোষণ এবং ভূ-রাজনীতিতে কম পুলিশী ভূমিকা পালন করবে, তার জন্য মার্কিন নাগরিকেরা ভোট দিয়ে থাকেন। এই হলো মার্কিন গণতন্ত্রের স্বরূপ । তবে কোন কোন সময় সাধারণ মানুষের ভুল হয়ে থাকে, আর সেই ভুলের মাসুল মার্কিন পাবলিক বর্তমানে দিচ্ছে ।

৩।	দেশ প্রেমিক ইরানের মার্কিন বিরোধী মুসলিম মৌলবাদী গণতান্ত্রিক সরকারকে করপোরেট পুঁজির চামচা ওয়েব সাইটের সম্পাদকেরা পছন্দ করেন না, কিন্তু আবার মার্কিন সমর্থক ইস্রাইলের ইহুদী মৌলবাদী গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নাই । ইস্রাইলের মৌলবাদী ইহুদী সরকার বিগত ৫৬ বছর ধরে প্যালেস্টাইনীদের সাথে কুকুরের মতো আচরণ করছে, তবুও চামচাদের কাছে ঐ সরকার ভাল । কিন্তু ইরানের মৌলবাদী সরকার অমানবিক আচরণ না করেও খারাব । দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে চামচা সাহেবেরা সমস্যায় আছেন । তাদের ধারণা

হলো মার্কিন লেজুড়বৃত্তি বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয় ।

৪। ইরানের পারমাণবিক কার্য্যক্রমের বিষয় প্রভূ যত না বলেন, তার চেয়ে চামচা সাহেবেরা অনেক বেশী সোরগোল করেন । মার্কিন নীতি সমর্থক মধ্যপ্রাচ্যের তদকালীন পুলিশ, ইরানের শাহের আমলে ব্যবসায়িক স্বার্থে মার্কিন উদ্যোগে ইরানের পারমাণবিক কার্য্যক্রমের শুরু । ব্যবসায়িক স্বার্থে সেই সময় মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্কলারশীপ দিয়ে ইরানের ভাল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে পড়াশুনা এবং মার্কিন পারমাণবিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করানো হয়, যারা আজ ইরানের বিশিষ্ট পারমাণবিক বিজ্ঞানী । শিক্ষার উক্ত কার্য্যক্রমটি বাস্তবায়ণের উদ্দেশ্য ছিল পারমানবিক প্রযুক্তি বিক্রি । শাহের পতনে গণেশ উল্টে যায়, মার্কিনীদের সাথে ইরানের মৌলবাদী বিপ্লবী সরকারের সাপে নাউলে সম্পর্ক স্থাপিত হয় । ফলে ব্যবসায়িক স্বার্থ ভেস্তে যায়, তাই আঙ্গুর ফল টক হয়ে যায় । বর্তমান মার্কিন নীতি অনুযায়ী মধ্যপ্রচ্যের গুন্ডা ইস্রাইলের পরমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারবে, কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মানব অগ্রগতির জন্য ইরান পারমাণবিক গবেষণা পরিচালনা করতে পারবে না, অর্থ্যাৎ দুমূখী নীতি গ্রহন করেছে মার্কিন প্রশাসন ।

৫। মানুষের চিন্তা দুই ভাগে বিভাজিত, যথাঃ- ভাববাদী ও বস্তুবাদী । উভয় চিন্তারই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিদ্যমান । প্রাচীন মানুষের বস্তুবাদী জ্ঞানের অভাব হেতু প্রপঞ্চ Phenomena কে ভাববাদী দৃস্টিকোন থেকে অবলোকন করেছে, ফলে কোরানসহ সকল ধর্ম গ্রন্থেই সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চগুলি বর্ণিত হয়েছে ইতিবাচক ভাববাদী দৃষ্টিকোন থেকে । ভাববাদী মানুষেরা ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক দৃষ্টিকোনে বিশ্লেষণ করেন, কিন্তু প্রগতিশীলেরা বিষয়টি দেখেন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোন থেকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে । মাদ্রাসায় শিক্ষিত বাংলাদেশের চরমোনাইর পীর সাহেব একজন ইতিবাচক ভাববাদী মানুষ । তিনি কোরানে বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করেন এবং চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন । মডার্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত, কোরান ও হাদিসে বিশেষজ্ঞ দাবীদার আবুল কাশেমের বস্তুবাদী জ্ঞানের অভাব হেতু ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর আরবের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভুলে গিয়ে ইসলাম ও কোরানকে বিশ্লেষণ করেন চরমোনাইর পীরের মতো ভাববাদী দৃষ্টিকোন থেকে । উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, পীর বিশ্লেষণ করেণ ভাববাদের ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে, অন্য দিকে কাশেম বিশ্লেষণ করেণ ভাববাদের নেতিবাচক দিক থেকে । আধুনিক কালে ধর্ম নিয়ে যারা লেখালেখি করেণ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সমালোচনা করে সময় নষ্ট করেণ, তারা হয় অজ্ঞ, না হয় ভাববাদী অথবা স্বার্থান্বেষী মানুষ । এদের অনেকেই ধর্ম ও মৌলবাদের পার্থক্য বুঝেন না ।

৬। মওলানা আবুল কালাম আজাদ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এবং আধুনিক ভারতের স্বপ্নাদ্রষ্টা ছিলেন মাদ্রাসায় শিক্ষিত একজন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতন মুক্তমনের মানুষ, পেশায় ছিলেন কলিকাতার কোন এক মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ও কোন এক মসজিদের ইমাম । ধর্ম ভীরু এই মানুষটির সাথে বস্তুবাদী নেহেরুর কখনো কোন রাজনৈতিক বিরোধ ঘটেনি, কারণ উভয়ই ছিলেন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । তারা কখনো কোন ধর্মের সমালোচনা করেননি । ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষিত হলেই একটি মানুষ মৌলবাদী হয় না । মৌলবাদী হওয়ার জন্য প্রয়োজন চরমোনাইর পীর ও আবুল কাশেমের মতো রক্ষণশীল চিন্তা । অনুরূপ ভাবে বিজ্ঞানবাদও মৌলবাদের আর এক রূপ ।

৭।   প্রথম প্রজন্মের প্রবাসী সকল বাঙ্গালীই জন্মভূমি বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কমবেশী চিন্তিত । তবে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর সকলেই কমবেশী দায়ী । সকলেই বাংলাদেশ থেকে নিতে চেয়েছি, কেউ কিছু দিতে চাইনি, ফলে শ্রেনী বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে, যা নিঃস্ব মানুষের সহ্যসীমা অতিক্রম করেছে এবং বর্তমানে বিস্ফোরণ মুখর অবস্থায় বিরাজ করছে । বাংলাদেশের ৯০% মানুষ নিঃস্ব, দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে, বাচার জন্য শেষ চেষ্টা করছে । এমতাবস্থায় সংবিধান সংশোধনের হোমিপ্যাথিক ডোজ দিয়ে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না, কারণ প্রত্যেক প্রপঞ্চই স্থান, কাল ও শর্ত নির্ভর । সংবিধান সংশোধনের কাল ও শর্ত আমরা অতিক্রম করে এসেছি । তাই বর্তমানের চাহিদা অ্যালোপ্যাথিক ডোজ, অর্থ্যাৎ সমাজ পরিবর্তন । ব্যর্থতায় অস্ত্রোপচার, অর্থ্যাৎ ১৯৭১ সালের মত অস্ত্র হাতে নেয়া ।

৮।   শাসক গোষ্ঠি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রস্তুতী দেখে মনে হচ্ছে দেশ সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে আগাচ্ছে। শাসক গোষ্ঠি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রস্তুতী নিচ্ছে, অন্য দিকে সন্ত্রাসী তথ্য সংগ্রহের জন্য সিআইএ সামরিক গোয়েন্দাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে । বাঙ্গালীর হবু মুক্তিযোদ্ধরা হবে শাসক গোষ্ঠি ও সাম্রাজ্যবাদের হবু সন্ত্রাসী । কমিউনিষ্টরা ৪ কোটি মানুষ হত্যা করেছে বলে যে সকল মানবতাবাদী বাঙ্গালী চীৎকার করেন, তারা নিজ জন্মভূমিতে রক্তের হোলি খেলা দেখার প্রস্তুতী নিতে পারেণ । মনে হচ্ছে দিনটি খুব বেশী দূরে নয় । মানবতাবাদীরা এবার বুঝতে পারবেন কে কাকে মারে ।

সেতারা হাশেম   ০১/১৭/০৬